# ইসলাম

## একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতীব

অনুবাদ
এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

# ইসলাম

## একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

রচনা
ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব

অনুবাদ
এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.pathagar.com

# ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব
অনুবাদ : এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

ISBN : 944-611-001-4

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**প্রকাশনায়**
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
**আহসান পাবলিকেশন**
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০
মোবাইল : ০১৭২৮১১২২০০

**প্রকাশকাল**
**প্রথম প্রকাশ**
জুলাই, ১৯৮০ ঈসায়ী
**সপ্তম প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ঈসায়ী

**প্রচ্ছদ** : নাসির উদ্দীন

**কম্পোজ** : মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আহমদ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

**মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র**

---

**ISLAM AKMATRO PURNANGO JIBON BABOSTHA** by FUAD ABDUL HAMID AL KHATIB Translated by A.N.M. SIRAJUL ISLAM Published by **Ahsan Publication** 38/3 Banglabazar, Dhaka First Edition July 1980, 7th Edition February-2014. **Price Tk. 25.00** only.

**AP-30**

www.pathagar.com

# অনুবাদকের কথা

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক মুসলমান ভাই এ সত্যটি জানেন না। এ বিষয়ের উপর বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত শেখ ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতিবের একটি মূল্যবান আরবী পুস্তিকা অছে। সেটির নাম হচ্ছে, اَلْاِسْلَامُ نِظَامٌ كَامِلٌ لِلْحَيَاةِ এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তিনি এটাকে ১৯৮০ সালে রাজশাহীতে একবার বক্তৃতা আকারে পেশ করেন। এই বইটি তারই বাংলা অনুবাদ। মহান আল্লাহ বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিক আমীন।

www.pathagar.com

# সূচি পত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা : দুটো কথা | ৫ |
| রোমান সমাজ ব্যবস্থা | ৫ |
| সামন্তবাদ | ৬ |
| শিল্প বিপ্লব | ৭ |
| পুঁজিবাদ | ৭ |
| কম্যুনিজম | ৯ |
| মানবীয় মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত সার | ৯ |
| ইসলাম হচ্ছে আকাঙ্খিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা | ১০ |
| ক. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা | ১৩ |
| খ. ইসলামী অর্থনীতি | ১৪ |
| গ. সামাজিক যিম্মাদারী | ১৯ |
| ঘ. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ | ২১ |
| ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা | ২২ |
| ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি | ২২ |
| পূর্ণতা, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা, স্থায়িত্ব | ২৯ |
| যুবকদের প্রতি আহ্বান | ২৯ |


www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বানকারী এবং ঐ সমস্ত লোকদের উপর যারা কুরআনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করেন।

## পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা : দুটো কথা

মানবতা অতীতে ও বর্তমানে অনেক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম ইত্যাদি। রাজনৈতিক মতবাদগুলো রাজনীতিকে মুখ্য ও অর্থনীতিকে গৌণ মনে করে এবং অর্থনৈতিক মতবাদগুলো অর্থনীতিকে মুখ্য ও মানব জীবনের একমাত্র বুনিয়াদ মনে করে রাজনীতিকে গৌণ বিবেচনা করে। মানব জীবনকে ব্যাপকভাবে অধ্যায়ন না করার ফলেই এসব ভারসাম্যহীন চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। আমার এ বক্তৃতায় এসব দীর্ঘ রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করার পর আমরা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোনটা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাবো।

## রোমান সমাজ ব্যবস্থা

অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা রোমান সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই, যা দীর্ঘদিন গোটা ইউরোপকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং যার মূল ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। এই সভ্যতায় স্বাধীন রোমান মানুষের চাইতে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোমান আইন অনুযায়ী ভিন্ন দেশে যাদের সাথে তাদের কোন চুক্তি ছিল না, রোমানরা নির্বিঘ্নে তাদের ক্ষমতা দখল করে নিতে পারত।

www.pathagar.com

রোমানদের জন্য বিশেষ ধরনের আইন আর অ-রোমানদের জন্য ছিল নিকৃষ্ট ভিন্ন আইন, যাকে "দুর্বলের জন্য দ্বিগুন শাস্তি বিধানকারী জাতীয় আইন" নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, এক আইনে ছিল যে, কেউ যদি কোন সতী বিধবা কিংবা কুমারীর সাথে অসসুদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক হয়, তাহলে তাকে নিজ মালের অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে এবং নীচু বংশের লোক হলে, তাকে বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর করতে হবে। রোমানরা অস্ত্রের বলে প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকায় বিভিন্ন জাতি অসংখ্য যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠলে সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে।

## সামন্তবাদ

এ মতবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তোলে। শাসকশ্রেণী হচ্ছে, সামন্তবাদের মুকুটমণি ও সর্বস্ব। তার পরের মর্যাদা হল সম্ভ্রান্ত লোক ও গীর্জার পাদ্রী, তারপর পেশাদার শ্রেণী এবং সর্বশেষ মর্যাদা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমিকদের। এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল ভূমিদাস। ভূস্বামীর পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষক এবং জমির মালিকানাও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক বিচারে ভূমি ছাড়া এই ব্যবস্থায় সম্পদ বলতে অন্যকিছু থাকে না যার মালিকানা ভূস্বামীদের পূর্ণ করতলগত। কৃষকরা তাদের মধ্যে বণ্টিত জমি চাষ করবে ও ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে। সামন্ত প্রভু অভূতপূর্ব প্রভাবের অধিকারী হওয়ায় তাদের চেষ্টায় গীর্জাগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আমরা দেখেছি, খষ্টবাদ ইউরোপে দীর্ঘদিন এর অনুসারীদের উপর, "শাসক কাইজারের যা প্রাপ্য আমি তাকে তা দেব এবং আল্লাহকে তাঁর যা প্রাপ্য তা দেব" এই শ্লোগানের ভিত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল এবং এরই ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রোমান শাসকদের মর্জিমত নিয়ন্ত্রিত হত। যার ফলে ইউরোপ তার অধিবাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী জীবন ব্যবস্থা উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে উঠে। মুসলমানগণ ৭১৭ সালে কনষ্ট্যান্টিনোপল ও ৭৩২ সালে ফ্রান্সের পরপাটিয়া বিজয়ের ফলে ইউরোপের প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং অন্যদিকে অনবরত ইউরোপবাসীদের ক্রুসেড পাশ্চাত্য জাতিকে তদানীন্তন সভ্যতার ধারক মুসলমানদের নিকটবর্তী

www.pathagar.com

হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু গীর্জা কর্তৃক সৃষ্ট গোঁড়ামীর ফলে তাঁরা মুসলমানদের ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তথাপি তারা ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দীর এই দুই শতকে মুসলমানদের চিন্তাধারা থেকে নবজীবনের প্রচুর সামগ্রী লাভ করে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৌশল বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ে বর্ধিত জ্ঞান লাভ করায় তাদের আধুনিক ভৌগলিক জ্ঞানের পরিসর অধিকতর সম্প্রসারিত হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ উপরোল্লিখিত এই নুতন আন্দোলনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রের বর্তমান আইন ও সামন্ত প্রভুদের গীর্জার অভিভাবকত্ব এই নব্য গোষ্ঠীর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যা বিজ্ঞান ও সমাজের সবকিছুতে বিস্তার লাভ করে, অবশেষে যা গীর্জার ক্ষমতাকে খর্ব করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ ইউরোপে নুতন এক সুর ধ্বনিত হয় যে, রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। আর এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং এখান থেকেই প্রথম বারের মত সুদ ও তার বৈধতা সম্পর্কে আওয়ায উঠে। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মে এই সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

## শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বিকাশের ফলে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনেরা বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কার থেকে সর্বপ্রথম ফায়দা লুটতে থাকে। কেননা, তারাই তখন সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। ফলে তারা এই নব্য আবিষ্কার, কলা-কৌশল ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে 'পুঁজিবাদ' নামক শিল্প ও ব্যবসার এক নুতন ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

## পুঁজিবাদ

মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় ব্যবসায়ী, সুদখোর, পেশাদার ও বিজ্ঞানী এই বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা এবং সামন্তবাদ ও গীর্জার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে। জাতির কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর নির্যাতিত হওয়াও এর অন্যতম কারণ। সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী ও অন্যরা স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে সামন্তবাদের অবসান, গীর্জার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির বাক,

www.pathagar.com

কর্ম ও ব্যবসার স্বাধীনতা নিশ্চিতকারী এক মতবাদ কায়েমের জন্য চেষ্টা চালায়। যার ফলে ফরাসী বিপ্লবসহ কতিপয় রাজনৈতিক বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের মূল শ্লোগান ছিল, 'লেইসেস ফেয়ার' অর্থাৎ "অবাধ কাজ করতে দাও ও চলতে দাও।"

আশ্চর্যের বিষয় হল, স্বাধীনতার এই প্রবক্তারা বিজয় লাভ করার পর নিজেরা রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্ণধার হয় বটে কিন্তু কৃষক-শ্রমিকসহ সামন্তবাদের নির্যাতিত আপামর জনতা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাণ্ডারী হওয়ার কোন সুযোগ পায় না। পরিণামে এই স্বাধীনতা সুদখোর মহাজন ও পুঁজিবাদিদের সম্পদ বৃদ্ধি সহায়ক উপায়ে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্র অন্যদের জন্য নয় বরং তাদের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা নিজেদের পণ্যজাত দ্রব্যের বাজার অন্বেষণ করে ও সস্তায় কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুঁজতে থাকে। তারাই রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীকে উপনিবেশ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে, অতঃপর লোকদেরকে নির্দয়ভাবে গোলামে পরিণত করে।

পুঁজিবাদের গোড়ার কথা হল, ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের মালিক সে নিজেই, এতে অন্য কারোর অধিকার নেই, নিজ ইচ্ছামত সে তা ভোগ ব্যবহার করবে, এতে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা থাকতে পারবে না। সে নিজের ইচ্ছামত মওজুদদারী গড়ে তুলতে পারবে এবং কেবল নিজের মর্জি অনুযায়ী এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন নেই। সুদকে সে বৈধ মনে করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সুদী মহাজন ও মালিক পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাপারে (যারা ধনীদের তুলনায় দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে) রাষ্ট্রের তেমন কিছু করার নেই, নেই কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বাধা। তাদের শ্লোগান হল "ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সবার জন্য।"

এর ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে এবং গরীব আরো গরীব হয়। শিল্পপতিরা নিজেরাই একা শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করে। কোন সময় বিনা বেতনে, বিনা ছুটিতে ও কাজের সময় সীমা নির্ধারণ করা ছাড়াই কাজ আদায়ের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত কম বেতনে (তাদের সংসারতো চলেই না, তার উপর পুঁজিবাদীরা নারী ও শিশুদের থেকেও স্বল্প বেতনে তাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে) সেবা আদায় করে, ফলে তাদের রোগ-শোক ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্বের হারও বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

এ সবের ফলে সৃষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষ গরীবদেরকে মুক্তির আশায় হিংসাত্মক অন্য আর এক নুতন বিপ্লব সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার শ্লোগানই হল হত্যা ও রক্তপাত এবং নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। আর এই ব্যবস্থার নামই হল কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র।

## কম্যুনিজম

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূলকথা হল, উৎপাদন উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তি এসবের মালিক হতে পারবে না এবং নিজ ইচ্ছামত এগুলোর ভোগ-ব্যবহারও করতে পারবে না। কাজের বিনিময়ে রাষ্ট্র থেকে তারা ভাতা লাভ করবে। সমাজের দায়িত্ব হল নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা দেখা। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও উত্তরাধিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। কম্যুনিষ্টরা ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ও ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য "নিষিদ্ধ আফিম" স্বরূপ। এই মতবাদ শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানায়।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদসহ পৃথিবীতে আরো অনেক মতবাদ রয়েছে। আমি এগুলো সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু সংক্ষেপে এতটুকু বলব যে, হিটলার ও মুসোলিনীর জীবদ্দশায় বিজয়ের মুহূর্তে এর কিছু অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে ইতিহাসের বিবেচনায় এ দু'টি ছিল একনায়কত্ব-বাদী শাসন, যা জাতির লোকদেরকে কল্যাণ ও প্রশান্তি দান করতে সক্ষম হয়নি।

## মানবীয় মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত সার

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি কি করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নিজেদের তৈরী মনগড়া মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে। একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট, মানুষ নিজেই একান্ত নিজের জ্ঞান থেকে আইন তৈরী করতে পারে না। কেননা, মানবীয় জ্ঞান কোন সময়ই স্বার্থপরতা ও ত্রুটিমুক্ত নয়। অনেক সময় কাজ বিশেষের প্রতি তার অগ্রাধিকারও থাকে। বস্তুত জগতে চোখে যা দেখে তাকেই সে বাস্তব ও সত্য মনে করে আর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়াবলীকে সে সত্য মনে করে না। তাই

www.pathagar.com

দেখা যায়, এসব মতাদর্শে কেবল কৃষি, শিল্প উৎপাদন ও অপরাপর বস্তুগত ব্যাপক উন্নয়নের চিন্তা করা হয় এবং মানুষের অনুভূত প্রয়োজনসমূহ যেমন ভাত-কাপড়, বাসস্থান ও যৌন চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। অথচ এ ব্যবস্থায় মানুষের রূহানী ও আত্মিক প্রয়োজনের কথাকে স্বীকার করা হয় না এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের জিনিসগুলোকে অস্বীকার করা হয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নৈতিক-চারিত্রিক গুণাবলী স্বীকার করা হয় না। ফলে মানুষ এই পার্থিব জীবনে বস্তুগত উন্নয়ন লাভ করলেও এগুলো ঈমান ও বিশ্বাসের অভাবে প্রাণহীন বিষয়ে পরিণত হয় এবং পরে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই মতবাদে যৌনক্ষুধা পূরণ করাকে সহজলভ্য করা হয়, পারস্পরিক সংঘর্ষে ঘুম দূরীভূত হয় ও জীবন কলুষিত হয়ে ওঠে, শরীর ও মনের আরাম হারাম হয়ে যায়। সেখানকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তখন ব্যক্তি ও তার আত্মা থেকে শুরু করে দল, দেশ, সেনাবাহিনী, জংগী বিমান, কামান ও যমীনের ধ্বংসলীলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে।

উপরে বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি, মানবতা আজ দুনিয়া ও পরকালের সমন্বয় সাধনকারী, আত্মা ও বিবেকের প্রয়োজন পূরণকারী এবং মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধনকারী উপযুক্ত এক জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছে। তাই এ মুহূর্তে মানুষের অতীতের দুঃখ দুর্দশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়ানো মানবতা তাকে হাতে ধরে উদ্ধার করার জন্য এক পরিত্রাণকারী অপেক্ষায় দিন গুনছে, ব্যাকুল আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে এমন এক অনুগ্রহপূর্ণ সময়ের যখন কোন দয়ালু শক্তি তাকে ভালবাসা ও প্রশান্তির দিকে আহ্বান জানাবে।

## ইসলাম হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক যে জীবন বিধান মানুষের প্রয়োজন, তার সন্ধান লাভ করার জন্য জ্ঞানের অবসাদগ্রস্ততা দূর করে খোলা মন নিয়ে জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাবো, সে জীবন ব্যবস্থাটি হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। যার মধ্যে নেই কোন বক্রতা, বিভ্রান্তি ও অকল্যাণ, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ، وَالْمَلاَئِكَةُ وَاُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ـ (آل عمران : ١٨)

আল্লাহ নিজেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, ফেরেশতা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিচ্ছেন। (আলে ইমরান : ১৮)

এই ইসলাম সেই মন্ত্রের ইসলাম নয় যা মুখস্থ পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়, আর না তা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না। বরং এ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাংগীন ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবন ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ। (আলে ইমরান : ১৯)

তিনি আরো বলেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ـ (اَل عمران : ٨٥)

ইসলাম ব্যতীত যারা অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ কখনো তা গ্রহণ করেন না। (আলে ইমরান : ৮৫)

এই জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করলেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ (المائدة : ٣)

আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (আল মায়েদা : ৩)

আল্লাহ বলেন :

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ (القصص : ٧٧)

আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা পরকালের ঘর বানিয়ে নাও, দুনিয়ার হিসেবকেও ভুলো না এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করেন তোমরাও অনুরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে। (আল কাসাস : ৭৭)

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ (التوبة : ٣٣، الصف : ٩)

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন নিয়ে এজন্য পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এটাকে অন্যান্য সব মতাদর্শের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা মুশরিকদের পছন্দনীয় নয়। (আত তাওবা : ৩৩, আস্ সফ : ৯)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ ইসলামকে মানবতার জন্য নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন যাতে মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেন:

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ـ وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ (الحشر : ٧)

হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যে সব কাজ থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক। (আল হাশর : ৭)

কুরআনের কিছু অংশকে গ্রহণ করা এবং বাকী অংশগুলোকে গ্রহণ না করা মারাত্মক অন্যায় ও সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ধারণা। এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ـ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ـ (البقرة : ٨٥)

তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করবে? এমন যদি কেউ করে তাহলে এ দুনিয়ায় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। (আল বাকারা : ৮৫)

হাদীসে এসেছে নবী (সা) বলেন, لَارُهْبَانِيَّةَ فِى الْإِسْلَامِ "ইসলামে বৈরাগ্যের ঠাঁই নেই।" মোটকথা, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও ইবাদত, রাজনীতি ও নেতৃত্ব, অর্থনীতি ও আইন, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ ও প্রশিক্ষণের জন্য এক নিখুঁত ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এসব কথাগুলো আমি আবেগের বশবর্তী

www.pathagar.com

হয়ে বলছি না বরং আমি এখন ইসলামের কতিপয় দিক বিশ্লেষণ করে এর যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস পাব।

## ক. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'যোগ্য নাগরিক' সৃষ্টি করা, যদিও নাগরিক ও তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন কোন সংজ্ঞা নেই। কেননা, বিভিন্ন জাতির নিকট এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কোন দেশে এর অর্থ হল অন্যায় ও বিদ্রোহ দমন করা কিংবা বিদ্রোহ দমনে অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা অথবা সে এমন একজন ভাল লোক যে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না, কোন সময় সে আবেদ হয় যে পার্থিব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে, কোন সময় সে দেশপ্রেমিক হয় ও নিজস্ব বর্ণ রক্ষার জন্য উন্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতদসত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এরা সবাই দেশের যোগ্য নাগরিক। ইসলাম নিজেকে এহেন সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক নয় বরং 'যোগ্য মানুষ' গড়ার ব্যাপক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

মানুষ শব্দটি ব্যাপক মনুষত্ব 'অর্থবোধক'। এই অর্থে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের নাগরিকই নয়, এরও ঊর্ধ্বে উঠে সে হচ্ছে কেবল 'মানুষই'। কুরআন মানুষকে ইসলামী শিক্ষার এই ব্যাপক ধারণা দান করতে গিয়ে বলেছে :

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِيْنَ - (التكوير : ٢٧)

অর্থাৎ এই হচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য উপদেশ। (আত তাকবীর : ২৭)

আল্লাহ বলেন : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - (الحجرات : ١٣)

'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু সে আল্লাহর নিকট ততবেশী সম্মানিত।'

ইসলামের এই শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা বৈষয়িক ও নৈতিক সর্বদিক ব্যাপৃত। ইসলাম মানুষকে শরীর জ্ঞান ও আত্মার সমন্বিত এক পূর্ণ অবয়ব মনে করে। এগুলোসহ তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক যাবতীয় কাজের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্যের উপর কোন যোগ বিয়োগ করা যায় না। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল এটি ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবীয়

www.pathagar.com

কাঠামো হল শরীর, আত্মা ও বিবেকের সমন্বিত নাম। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয় কিংবা এমনও নয় যে একটার সাথে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মা বিশেষ এক নিয়ামত এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির বাহন। ইসলামে আত্মার প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় সকল কাজ, চিন্তা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হওয়া। আল্লাহ মানুষকে অসম্ভব কোন কাজের হুকুম দেন না।

আল্লাহ মানুষকে যথাসাধ্য আল্লাহভীরু হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ ـ (التغابن : ١٦)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। (আততাগাবুন : ১৬)

আল্লাহ আরো বলেন : لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ـ (البقرة : ١٨٦)

আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কাজের হুকুম দেন না। (আল বাকারা : ১৮৬)

এই ব্যবস্থায় মানুষকে পশুসুলভ জড়বাদী প্রাণী হিসেবে বিবেচনাকারী মতবাদকে অস্বীকার করা হয়, যা মানুষকে যৌন কামনার দিকে আহ্বান জানায় এবং তাদের উঁচু মর্যাদাকে অস্বীকার করে তাদেরকে ভোগবাদী প্রাণীতে পরিণত করে এবং তাদের শেষ পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

## খ. ইসলামী অর্থনীতি

জড়বাদী অর্থনীতিবিদদের মত ইসলাম মানুষকে অর্থনৈতিক জীব হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে তাদের জৈবিক চাহিদা, ইচ্ছা আকাঙ্খা ও আবেগ পূরণ করার সাথে সাথে তার ব্যক্তিসত্তাকে মৌলিক গুরুত্ব দিয়ে এক নিপুণ অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। শুধু সামগ্রিক সত্তার উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব এজন্য আরোপ করা হয়নি যে কাউকে সত্যিকার অর্থে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। জীবিকা অর্জনে স্বাধীনতা না থাকার অর্থ হল তার মূলতই কোন স্বাধীনতা নেই। আমি ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর এখন আলোচনা করব।

### সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ

প্রথমতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আল্লাহর, মানুষ এতে আল্লাহর প্রতিনিধি।

www.pathagar.com

কোন মুসলিম একথা বলতে পারে না যে, আমার জ্ঞানের বদৌলতে আমাকে এ সম্পদ দান করা হয়েছে। বরং সে সব সময় যে কথা স্মরণ করে তা হচ্ছে :

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ـ (الحديد : ٧)

তিনি যে সম্পদে তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন সে সম্পদ থেকে খরচ কর। (সূরা হাদীদ : ৭)

## জাতীয় কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ

দ্বিতীয়তঃ জাতীয় কল্যাণের সাথে সংগতি রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। উত্তম লোকের উত্তম মাল কতই না উৎকৃষ্ট। একটাই শর্ত তা হল, অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

**ব্যক্তির মালিকানার উপর আরোপিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :**

**এক.** আয়ের উৎস হারাম হতে পারবে না এবং হারাম কাজে অর্থ ব্যয়িত হতে পারবে না। কুরআন বলছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ـ وَلاَتَقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ـ (النساء : ٢٩-٣٠)

হে মুমিনগণ, অন্যায়ভাবে তোমরা একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না, হ্যাঁ, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসা ব্যতীত (অর্থাৎ তা ভোগ করতে পারবে)। নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। যে অন্যায়ভাবে তা করবে খুব শীঘ্রই আমরা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। (সূরা নিসা : ২৯-৩০)

**দুই.** মওজুদদারী নিষিদ্ধ :

আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ (التوبة : ٣٤)

www.pathagar.com

যারা সোনা-রূপা জমা রাখে ও তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক কঠিন আযাবের সুসংবাদ দান কর। (সূরা আত্ তাওবা : ৩৪)

উল্লেখ্য যে, লর্ড কেইনস্সহ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মওজুদদারীর কুফলের কথা স্বীকার করেছেন, যার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

**তিন.** অপব্যয় না করা :

আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ـ (بنى اسرائيل : ٢٧)

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। (বানী ইসরাইল : ২৭)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ـ (بنى اسرائيل : ٢٩)

তোমাদের দানের হাত গুটিয়ে একেবারে গলদেশ পর্যন্ত আটকে রেখো না কিংবা সম্পূর্ণ উন্মুক্তও করে দিও না, যার ফলে তুমি পরবর্তীতে আফসোস করতে থাকবে এবং লোকদের নিকট তিরস্কৃত হতে থাকবে। (সূরা বানী ইসরাইল : ২৯)

কুরআন আরো বলছে :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ (الاعراف : ٣١)

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় কর না। আল্লাহ অবশ্যই অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩১)

কুরআন কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে বলেছে :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ـ (ال عمران : ١٨٠)

যারা আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের কার্পণ্য করে তারা যেন তাদের এ কাজকে উত্তম বলে মনে না করে, বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

**চার.** ইসলামী রাষ্ট্র দুর্বল, অসহায় লোকদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। তাই মালিক থেকে শ্রমিকের অধিকার আদায় ও তা সংরক্ষণ করা, নিম্নতম বেতন

www.pathagar.com

ও কাজের অধিক সময় সীমা নির্ধারণ ও কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ার পর পেনশন ধার্য করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

কুরআন বলছে :

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَايَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَايَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ـ (البقرة : ٢٨٢)

আর লিখাবে ও লেখ্য বিষয় বলে দেবে ঋণগ্রহীতা। স্বীয় রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখ্য বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক যাতে ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেয়। (সূরা বাকারা : ২৮২)

স্মরণযোগ্য যে, ইউরোপে এসব অধিকার পূরণ হচ্ছে না বলে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে এসব আদায়ের চেষ্টা করছে। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং অনেক দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও শান্তির ভিতকে নাড়িয়ে তুলছে। অথচ ইসলাম মানব রচিত মতবাদের অনেক পূর্বেই দুর্বল ও শ্রমিকের অধিকারের পন্থা বাতলিয়েছে। এমনকি ইসলামের প্রথম খলিফা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : اَلضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِىٌّ عِنْدِىْ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ لَهٗ ـ

'তোমাদের দুর্বলরা আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তাদের অধিকার আদায় করতে পারি।'

রাষ্ট্র অনুরূপভাবে মওজুদদারী ও জুয়াসহ ইত্যাকার হারাম ব্যাপারে যে কোন সময় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

## সুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

তৃতীয়তঃ কুরআনের আয়াত সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ বলেন : اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ (البقرة : ٢٧٥)

আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন : وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ ـ (النساء : ١٦١)

তাদেরকে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কথা বলা সত্ত্বেও তারা সুদ গ্রহণ করছে। (সূরা নিসা : ১৬১)

আল্লাহ বলেন :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ـ (البقرة : ٢٧٦)

আল্লাহ সুদকে বিনষ্ট করেন ও সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। (সূরা বাকারা : ২৭৬)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِيَرْبُوْا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَايَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ـ (الروم : ٣٩)

মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দান কর, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। (সূরা রূম : ৩৯)

নবী (সা) বলেন :

اَلاَوَاِنَّ الرِّبَا مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَبْدَابِهٖ رِبَا عَمِّىِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ

নিশ্চয়ই সুদ পরিত্যাজ্য এবং সর্বপ্রথম আমি যে ব্যক্তির সুদ বন্ধ করেছি তিনি হচ্ছেন আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব।

এমনকি মুসলমান সংস্কারকরা পর্যন্ত সুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে ইতস্ততঃ বোধ করত। তারা এই বলে প্রতারিত হত যে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির চাকা হচ্ছে সুদ। কাজেই সুদ ছাড়া অর্থনীতি অচল। আল্লাহ সুদখোরদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করলেন কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ও বিশ্বে আর্থিক নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে। এ যেন তাঁরই সেই সতর্ক বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন যেখানে তিনি বলেছেন :

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ ـ (البقرة : ٢٧٩)

যদি তোমরা সুদ বন্ধ না কর তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে

www.pathagar.com

তোমাদের পুঁজি তোমাদের নিকট ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের উপর জুলুম করা হবে। (সূরা বাকারা : ২৭৯)

বিশ্ব সুদখোরদের ব্যাপারে আল্লাহর এই বক্তব্যও প্রযোজ্য যাতে তিনি বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ـ (البقرة : ٢٧٥)

যারা সুদ গ্রহণ করে তারা শয়তানের স্পর্শ দ্বারা জ্ঞান শূন্য পাগল লোকের ন্যায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

পরে হলেও অনেক অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেছেন যে, সুদের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এতে গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় যা পরিণতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ টেনে আনে। কম্যুনিজমেও সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর সুদের পক্ষে বস্তুবাদী লোকদের যুক্তি উত্থাপনের প্রচেষ্টা হাস্যকর ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

## গ. সামাজিক যিম্মাদারী

চতুর্থতঃ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয় ও অনাত্মীয় লোকদের সাহায্য করা কর্তব্য। অক্ষম পিতাকে লালন-পালন করা সন্তানের দায়িত্ব এবং পঙ্গু সন্তানকে লালন-পালন করা পিতার কর্তব্য। ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক পক্ষ যদি কর্মচারীদের বেতন ভাতা ঠিকমত না দেয় তা আদায় করে দেওয়াও কর্তব্য। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) এক ধনী ব্যক্তিকে শাস্তি দানের ধমক দিয়েছিলেন। কেননা, তার এক শ্রমিক চুরি করেছিল। কারণ অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হল, শ্রমিককে তার নিম্নতম প্রয়োজন পূরণ করার মত বেতন দেয়া হয় না বলে সে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বোপরি, তিনি রাষ্ট্রের প্রতিটি লোকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করাকে রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্থির করে দেন। সাময়িক বেকার, এতিম সন্তান, রোগীর চিকিৎসা, অভুক্তদের খাবার দান, উলঙ্গকে কাপড় দান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম লোকদের সাহায্য করা হচ্ছে উত্তম সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা ইসলামী রাষ্ট্রে অবশ্য করণীয়।

ইসলাম যা চায় তা হল সম্পদ সমাজের কোন এক জায়গায় কুক্ষিগত না থাকুক এবং যারা নিজেদের ভাগ্য ও যোগ্যতার বদৌলতে বাড়তি সম্পদ অর্জন করেছে তা মওজুদ রাখা না হোক বরং সম্পদের আবর্তনের দ্বারা ভাগ্য নিপীড়িত ও

www.pathagar.com

বঞ্চিত লোকদের প্রতি তা খরচ করা হোক। এজন্যই ইসলাম দান ও সামাজিক সহযোগিতার প্রবণতাকে নিজস্ব উন্নত নৈতিক চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং দান ও খরচ করাকে উৎসাহিত করেছে এবং মওজুদদারীকে নিরুৎসাহিত করেছে।

## যাকাত

পঞ্চমতঃ সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করে সমাজের সমৃদ্ধি ও কল্যাণে ব্যয় করার নিয়মকে ইসলামে যাকাত বলা হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়। আল্লাহ বলেন :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ـ (التوبة : ١٠٣)

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র কর। (সূরা আত্ তাওবা : ১০৩)

যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। প্রত্যেক বছরের সংগৃহীত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহর রাস্তায় না দিলে মাল পবিত্র হয় না। আল্লাহ নিজে যাকাতের মুখাপেক্ষী নন। যাকাতকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার তাৎপর্য হল, অভাবী লোকের কল্যাণ, জমিনের আবাদী ও কল্যাণমূলক শিল্প উন্নয়ন খাতে তা ব্যয় করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য :

اِنَّمَا الصَّدُقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ (التوبة : ٦٠)

যাকাত হচ্ছে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোক, যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী, অমুসলিমদের অন্তর জয় করার কাজ, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত লোক, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ও মুসাফিরদের জন্য। (সূরা আত্ তাওবা : ৬০)

এখানে উল্লেখ্য যে, যে মালের যাকাত দেয়া হবে, সে মাল মওজুদদারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় যদি পুঁজি বিনিয়োগ করা না হয় এবং বছর বছর যাকাত দেয়া হয়, তাহলে জমাকৃত সম্পদ মাত্র ৪০ বছরের কম সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজে কত বেশী কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনতে পারে ইতিহাস থেকে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর

www.pathagar.com

শাসনামলের দিকে তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারি। তিনি যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীদেরকে যাকাত সংগ্রহ করে তা গরীব মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। অতঃপর যখন সমগ্র দেশ খুঁজেও কোন গরীব মুসলমানের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন খলিফা উক্ত অর্থ অমুসলমান গরীবদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। গোটা দেশ ঘুরে এসে কর্মচারীরা বললেন, হে খলিফাতুল মুসলেমিন! ইসলামের শাশ্বত ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থার ফলে শুধু মুসলমান নয়, অমুসলমান গরীবরা পর্যন্ত ধনী হয়ে গেছে। তাই এই যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার মত উপযোগী লোক দেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা এখন কি করব? খলিফা বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, এই অর্থ এখন রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর।

## ঘ. উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ

যষ্ঠতঃ ওয়ারিশদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাবে সম্পদ বণ্টন এবং বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ইসলামের উত্তরাধিকার আইন মানুষের তৈরী পদ্ধতি থেকে সর্বোৎকৃষ্ট। কুরআন ও হাদীসের যে কোন পাঠকের কাছে প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, মৃত ব্যক্তির ৩ ভাগের ২ ভাগ সম্পদে নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকার সূত্রকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশে উত্তরাধিকারকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের জন্য অসিয়ত করা যেতে পারে। তবে তা কোন মতেই ওয়ারিশের জন্য হতে পারবে না। যাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হিস্সা বিকৃত না হয়। এভাবেই সম্পদ একজনের কাছে জমা না হয়ে অনেকের নিকট ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরাধিকারহীন ব্যক্তির সম্পদ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে যার দ্বারা গোটা জাতি উপকৃত হবে। এটা না করে মুখ ডাকা ছেলে বানিয়ে তাকে উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না।

উত্তরাধিকারহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় মীরাসের মাধ্যমে পরিবারের লোকদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে মধ্যমপন্থী সমাধান। পুঁজিবাদে মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মালিকের মৃত্যুর পর উক্ত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা কিংবা বৃটেনের পিতার বড় সন্তান সমস্ত সম্পদ লাভ করার মত জঘন্য ব্যবস্থা থেকে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনেক শ্রেষ্ঠ। এর মাধ্যমে পরিবারকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা সমাজের মূল ইউনিট হিসেবে বিবেচিত। যে মুহূর্তে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে সে মুহূর্তে সে খোদ সমাজেই প্রবেশ করছে।

www.pathagar.com

# ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক মৌলিক বিষয়। এতে কোন নৈরাজ্য থাকতে পারে না এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন রয়েছে সৎ নেতৃত্বের। ইসলামের দুশমনরা কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এ সংশয় ঢোকাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলামে রাজনীতি নেই এবং ইসলাম এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফলে তারা দীনকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। অথচ তারা আল্লাহর সেই সতর্ক বাণীকে ভুলে গেছে। যাতে তিনি বলেন :

فَلَاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ (النساء : ٦٥)

হে রাসূল, আপনার রব-এর কসম, এরা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের ঝগড়া বিবাদের ফয়সালার জন্য শাসক মেনে নেয়, আপনার ফয়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ না করে এবং আপনার ফয়সালাকে হুবহু গ্রহণ করে। (সূরা নিসা : ৬৫)

আল্লাহ আরো বলেন :

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ (النساء : ٥٩)

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকদের যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। (সূরা নিসা : ৫৯)

# ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ থেকে আমি নিম্নে এর কয়েকটি পেশ করব।

## ১. শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর

শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, আর কারোর নয়। আল্লাহ বলেন :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ـ (سورة الانعام : ٥٧)

শাসন চলবে কেবল মাত্র আল্লাহর। (সূরা আল আন'আম : ৫৭)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন : فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ - (البروج : ١٦)

"তিনি যা ইচ্ছা সব কিছু করেন।" (সূরা আল বুরূজ : ১৬)

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ - (يس : ٨٣)

"ক্ষমতার বাগডোর তারই হাতে নিহিত"। (সূরা ইয়াসীন : ৮৩)

"কোন শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি লোকদেরকে সাহায্য করেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল কিংবা রাষ্ট্র মানুষের উপর তাদের নিজেদের রচিত আইন চাপিয়ে দিতে পারে না। আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন :

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ - (الاعراف : ٣)

তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে যে আইন-বিধান নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর আইনের অনুসরণ করো না। (সূরা আ'রাফ : ৩)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ - (المائدة : ٤٤)

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা হল কাফের। (সূরা মায়েদা : ৪৪)

এখন একথা পরিষ্কার যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তিনিই যাবতীয় ক্ষমতার উৎস।

## ২. পরামর্শ

শাসন ব্যবস্থা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ - (ال عمران : ١٥٩)

কাজে পরামর্শ গ্রহণ কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

আল্লাহ বলেন : وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ - (الشورى : ٣٨)

www.pathagar.com

"পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের (মুমিন) কাজ পরিচালিত হয়।" (সূরা আশ্ শূরা : ৩৮)

নবী (সা) বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا اَحَدًا دُوْنَ مُشْوَرَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَمَرْتُ بْنِ اُمِّ عَبْدٍ -

মুমিনদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত যদি আমি কাউকে আমীর নিযুক্ত করতাম তাহলে সে ব্যক্তি হত ইবনে উম্মে আবদ্।

এখন প্রমাণিত হল যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। কেননা, স্বয়ং নবী করীম (সা) পর্যন্ত পরামর্শ ব্যতীত কাউকে আমীর নিয়োগ করার অধিকার রাখেন না। পরামর্শের পদ্ধতি কি হবে ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। স্বভাবতই স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর পার্থক্য সূচিত হতে পারে। নবী করীম (সা)-এর সময় তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট তদানীন্তন সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল চিন্তাবিদ সাহাবায়ে কেরামদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে অহী নাযিল হয়নি সেসব ব্যাপারে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে বাক স্বাধীনতা ও জাগতিক কর্ম সংঘটিত করার স্বাধীনতা দিতেন। কেননা, কৃষি ও অন্যান্য জ্ঞানগত ব্যাপারে দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের রায় দেয়ার যোগ্যতা ছিল।

## ৩. অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় শাসন হচ্ছে অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব। শাসক আল্লাহ ও বান্দাহর নিকট দায়ী থাকবে। শাসক জনগণের বেতনভুক্ত কর্মচারীও বটে। হাদীসে উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতাও অনুরূপ যিম্মাদার, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

খলিফা আবু বকর (রা) শাসনভার লাভ করার পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন :

اَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ اَحْتَرِفُ لِعِيَالِيْ فَاكْتَسِبُ قُوْتَهُمْ فَاَنَا الْاٰنَ

www.pathagar.com

اَحْتَرِفُ لَكُمْ فَافْرِضُوْا لِىْ مِنْ بَيْتِ مَالِكُمْ ـ

হে লোকেরা! আমি কাজ করে পরিবারের জন্য উপার্জন করতাম, এখন আমি আপনাদের জন্য কাজ করছি। আপনারাই আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে একটা ভাতা নির্ধারিত করে দিন।

খলিফার আনুগত্য জাতির উপর কর্তব্য। আল্লাহ বলেন :

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ ـ (النساء : ٥٩)

তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও শাসকের আনুগত্য কর। (সূরা নিসা : ৫৯)

তবে অন্যায় কাজে আনুগত্য করা যাবে না।

হাদীসে রয়েছে : لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

'আল্লাহর নাফরমানীতে কোন আনুগত্য নেই।'

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার দায়িত্বানুভূতি হযরত ওমর (রা)-এর হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিয়েছিল। খেলাফতের দায়িত্বের ভারে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, আব্বা কেন কাঁদছেন? আপনি তো দুনিয়াতেই আগাম বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, ইরাকের রাস্তায়ও যদি পা পিছলিয়ে কোন গাধা পড়ে যায় সে জন্য আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে, কেন আমি উক্ত রাস্তা মেরামত করিনি।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেন :

فَاِنْ رَاَيْتُمُوْنِىْ عَلٰى حَقٍّ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ رَاَيْتُمُوْنِىْ عَلٰى بَاطِلٍ فَسَدِّدُوْنِىْ اَوْ قَوِّمُوْنِىْ ـ

যদি তোমরা আমাকে সত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সাহায্য কর, আর যদি অসত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সোজা করে দাও।

## ৪. জাতীয় ঐক্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চতুর্থ মূলনীতি হল জাতীয় ঐক্য। মিল্লাতে ইসলামিয়া একই উম্মত। ঈমান তাদেরকে একই উম্মতের অনুসারী করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআন বলছে : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ـ (الحجرات : ١٠)

নিশ্চয়ই মুমিনেরা একে অপরের ভাই। (সূরা হুজরাত : ১০)

কুরআনে আরো আছে :

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ـ (الانبياء : ٩٢)

তোমাদের এই মিল্লাত একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, আমি তোমাদের প্রভু, তোমরা আমার ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া : ৯২)

হাদীসে এসেছে :

اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَايَحْقِرُهٗ ـ

'একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না।

এখানে তারা اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ 'দীন হচ্ছে উপদেশ' হাদীসে বর্ণিত এই নীতির সার্থক বাস্তবায়ন করে, একে অপরকে সৎ উপদেশ দান করে। মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য না হয়ে যদি ছোট-খাট শাখা-প্রশাখার পার্থক্য হয়, তাহলে এতে কিছু আসে যায় না এবং এ জন্য শত্রুতা, বৈরিতা ও লাঠা-লাঠি করা নিষ্প্রয়োজন। কোন এখতেলাফের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোন বক্তব্য না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বিত মতামত গ্রহণ করে প্রশাসক উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন।

## ৫. সাম্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পঞ্চম মূলনীতি হল সাম্য। ইসলাম সবার জন্য সাম্যকে ফরয করে দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ (الحجرات : ١٣)

www.pathagar.com

হে মানুষ, আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাবান, তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু। (সূরা হুজরাত : ১৩)

হাদীসের মধ্যে আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে :

اَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَاَسْنَانِ الْمُشْطِ لاَفَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلٰى عَجَمِىٍّ وَلاَ لِاَبْيَضَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰى -

মানুষ চিরুনীর দাঁতের অনুরূপ সমান। অনারবের উপর আরবের কিংবা লালের উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, হ্যাঁ, পার্থক্য শুধু আল্লাহভীতির ভিত্তিতে।

নবী (সা) এর উপর আরো জোর দিয়ে বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ بِالْاِسْلاَمِ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهُمْ بِاٰبَائِهِمْ فَالنَّاسُ لِاٰدَمَ وَاٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ -

আল্লাহ ইসলামের বদৌলতে বংশের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের মিথ্যা গর্ব ও অহংকার থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন। সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

## ৬. স্বাধীনতা

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ষষ্ঠ নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা। ইসলামে চিন্তা, বিশ্বাস ও বক্তব্যের স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য এবং বাস্তব বিরোধী কিছুর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করাকে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (ال عمران : ١٠٤)

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

আল্লাহর নবী বলেন :

www.pathagar.com

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় দেখবে, সে যেন তার হাত ও শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সে বাকশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্যায় রোধে অন্তর দিয়ে চিন্তা ফিকির করবে (ঘৃণা করবে কাজকে) আর এই সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

এই স্বাধীনতা তখন পর্যন্ত হরণ করা যাবে না যতক্ষণ না তা ভাল নিয়ম, নৈতিক চরিত্র ও সাধারণভাবে সর্বজন স্বীকৃত আইনের বিরুদ্ধে চলে যায়। বাক-স্বাধীনতা হল মৌলিক বিষয়।

রাসূল (সা) বলেন :

اِذَا رَأَيْتَ اُمَّتِىْ تَهَابُ أَنْ تَقُوْلَ لِلظَّالِمِ يَاظَالِمُ فَقَدْ تَوَدَّعْ مِنْهَا ـ

যদি দেখ যে আমার উম্মত যালেমকে 'যালেম' বলতে ভয় পায় তাহলে সে উম্মতের কথা ছাড়। অর্থাৎ এ উম্মত দিয়ে কোন কাজ হবে না।

শহীদ শ্রেষ্ঠ হযরত হামযা একদা দেখলেন যে, জনৈক লোক তার প্রতিবেশীনীর উপর চড়াও হচ্ছে, তখন তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ও নিষেধ করলেন এবং পরে হত্যা করে ফেললেন।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যুদ্ধ, সামাজিক জীবন ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের সমাধান সম্পর্কে আমি আর বেশী বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। একথা সত্য যে, এগুলোতেও ইসলামের বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে যুক্তিসংগত।

এ প্রসঙ্গে আমি আল্লাহর নিম্ন বক্তব্যকে অবশ্যই তুলে ধরব :

لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ـ (الكهف : ٤٩)

ছোট বড় সব কিছুর পরিসংখ্যান আল্লাহর কাছে আছে। (আল কাহাফ : ৪৯)

www.pathagar.com

## পূর্ণতা, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা, স্থায়িত্ব

অন্যান্য মতাদর্শের তুলনায় ইসলামের তিনটি বৈশিষ্ট্য জানাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, পূর্ণতা। বর্তমান ও ভবিষ্যতে সব মানুষের প্রয়োজন পূরণে এ জীবন ব্যবস্থা সক্ষম।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা। এই আদর্শ জাতীয় জীবনের উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্ব। ইসলামী আইন মানব রচিত আইনের তুলনায় স্থায়ী। স্থান ও কাল ভেদে ইসলামী আইনে মৌলিক বিষয়গুলো পরিবর্তিত না হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগ ও সর্বত্র তা সম্পূর্ণ উপযোগী।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ (الحجر : ٩)

আমরা উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমরাই তার সংরক্ষণ করবো।

(সূরা আল হিজর : ৯)

ইসলামের এসব বিভিন্নমুখী বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো একই উৎসের দিকে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় আর তা হল ইসলাম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসত তাহলে এতে পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মত গুণাবলীর সমাবেশ হতো না।

## যুবকদের প্রতি আহ্বান

সব জীবন ব্যবস্থার মহত্ব ও তা কায়েমের পেছনে শক্তির উৎস ছিল যুবকেরা। তারাই ঐসব জীবন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। মানব রচিত মতবাদ কায়েমের জন্য যদি এমন যুবক পাওয়া যায় যারা সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করে, যৌবনকে বাজী রেখে রাত পর্যন্ত জাগরণ করে, তাহলে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য কি আল্লাহর এমন কোন যুবক পাওয়া যাবে না যারা ইসলামের ঝাণ্ডাকে উপরে তুলে ধরবে, এর দিকে মানুষকে ডাকবে এবং স্বয়ং নিজেরা এর সুফল ভোগ করবে?

www.pathagar.com

হে মুহাম্মদ, ওমর, খালেদ ও বিশ্ব বীরের সন্তানেরা, আপনাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে? দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাত্মক কল্যাণকামী আপনাদের জীবন ব্যবস্থা থেকে আর কোন জীবন ব্যবস্থা বেশী পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

বিশ্বাস করুন, আপনারা অন্যদের তুলনায় কম সাহস, কম মর্যাদা ও কম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী নন। আপনারা কিছুতেই রাশিয়া ও চীনের বাতিল আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী যুবকদের থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন নন কিংবা আপনারা আমেরিকা, বৃটেন ও হল্যান্ডের ঐ সমস্ত যুবকদের থেকেও নিকৃষ্ট নন, যারা সারা দুনিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হে অমিততেজা যুবক বন্ধুরা! সত্যের প্রত্যয়দীপ্ত ও গগণবিদারী আওয়াযে ঘোষণা করুন, আপনারা ইসলামের সাথে অন্য কোন ব্যবস্থাকে সমান মনে করেন না এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হউন যে, আপনার জ্ঞানকে আন্তরিকভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করবেন এবং আপনার যৌবনকে ইসলাম রক্ষার জন্য ওয়াক্‌ফ করবেন, আপনার সময়কে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে ব্যয় করবেন। তারপরই আপনারা আল্লাহর সাহায্যের আশা করতে পারেন।

আল্লাহ বলেন :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

(الحج : ٤٠)

যারা আল্লাহকে দ্বীন কায়েমে সাহায্য করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও শক্তিধর। (সূরা হাজ্জ : ৪০)

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

❐❐❐

www.pathagar.com

# লেখকের রচিত ও অনূদিত অন্যান্য বই

**বিশ্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত–**

১. **ইসলামের সামাজিক আচরণ :** পরিবেশনায় আহসান পাবলিকেশন-এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক আচরণ জানার জন্য এটি অনন্য ও অপরিহার্য বই। এতে সমাজ জীবনের পরিচিত বিষয়গুলোর গভীর ও বিজ্ঞোচিত আলোচনাসহ দুর্লভ দৃষ্টান্তসমূহ স্থান পেয়েছে।

২. **রমযানের তিরিশ শিক্ষা :** পরিবেশনায়- আহসান পাবলিকেশন, বইটি রমযান মাসের জন্য অনুপম হাতিয়ার। এতে রমযানের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০টি বিষয়ের ব্যাপক আলোচনাসহ পরিবর্ধিত সংস্করণে বহু নূতন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। রোযা ২১টি রোগের চিকিৎসার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

৩. **সাহিত্যের ইসলামী রূপরেখা :** সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা উৎকৃষ্ট ইবাদত। তবে শর্ত হল, এর ইসলামীকরণ করতে হবে। এ বইতে সে প্রক্রিয়া এবং অপসাহিত্য-সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলার সার্থক ও বাস্তব পথ নির্দেশ রয়েছে।

৪. **ফুল যদি ঝরে যায় বরফ যদি গলে যায় :** এ বইতে সময়ের গুরুত্ব ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ৪০ জন মনীষির মহামূল্যবান বক্তব্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. **জিন ও শয়তানের ইতিকথা :** এ বইতে জিন জগতের রহস্য, শয়তানের ৪৯ প্রকার ওয়াসওয়াসা, পরিবার ও ঘরকে জিন ও শয়তান মুক্ত রাখা এবং জিন-ভূত তাড়ানোর প্রচলিত শিরক ও বিদআতী পদ্ধতির পরিবর্তে কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ইসলামী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. **ইসলামে যাদু ও চোখ লাগার প্রতিকার :** সমাজে যাদুগ্রস্ত ও চোখলাগা রোগী অসংখ্য। বহুলোক তা বুঝে না বলে এর উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারে না। এ বইতে শিরক ও বিদআত মুক্ত প্রতিকার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. **রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নামায ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ :** নাসেরুদ্দিন আলবানী ও এ এন এম সিরাজুল ইসলাম রচিত বইটিতে মহানবীর (সা) নামায পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা এবং নামায ও অযু-গোসলের প্রচলিত দেড় শতাধিক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। অন্য দু'টো প্রকাশনী থেকে পাঠক প্রতারণার কৌশল হিসেবে এর নকল বেরিয়েছে। সাবধান!

৮. **বিশ্ব ভালবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) :** এ বইতে রয়েছে ভালবাসা দিবসের তাৎপর্য এবং ভ্যালেন্টাইন কে বা কি? মুসলমানরা কি এ দিবসটি পালন করতে পারে?

**আহসান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত–**

৯. **কালেমা শাহাদাত এক বিপ্লবী ঘোষণা :** আতিয়্যা মুহাম্মদ সাঈদ রচিত মূল গ্রন্থটিতে কালেমায়ে শাহাদাত-এর হাকীকত বর্ণনা করা হয়েছে।

১০. **ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা :** মূল গ্রন্থটির রচয়িতা বাংলাদেশস্থ সউদী আরবের প্রথম রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতিব।

www.pathagar.com

**আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত–**

১১. **ভাল মৃত্যুর উপায় :** নতুন করে প্রায় দ্বিগুন পরিবর্ধিত ও বহু নতুন তথ্য সমৃদ্ধ সংস্করণটি আপনার পারলৌকিক জীবনের সাফল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

১২. **যে যুবক-যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায় :** এ বইতে যৌবনের উৎস ও মূল্যায়ন, আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুবকর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে।

১৩. **ইসলামে মসজিদের ভূমিকা :** এ বইতে মসজিদে হারাম, মসজিদে নবওয়ী এবং মসজিদে আকসাসহ সাহাবায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত মসজিদসমূহের ঐতিহাসিক ভূমিকা

১৪. **কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস :** (মূল- জামীল যাইনু) ঈমানের অনেক বিষয়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস ত্রুটিযুক্ত। এ বইতে তা বিশুদ্ধকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৫. **খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম :** মূল– আহমদ দীদাত। (৫টি পুস্তিকার সমষ্টি) এ বইতে খৃস্টানদের ভ্রান্তিগুলো ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৬. **ঈসা (আ) বান্দাহ না প্রভু?** মূল- ড. তকী উদ্দিন, এ বইতেও ঈসা (আ) সম্পর্কে খৃস্টানদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭. ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা।

১৮. ইসলামের দৃষ্টিতে এইডস্ রোগের উৎস ও প্রতিকার।

**বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত–**

১৯. **মক্কা শরীফের ইতিকথা :** এ বইতে যমযম কূপের রহস্য, মক্কার ইতিহাস, কাবা শরীফ, মসজিদে হারাম, হারাম সীমান্ত ও এতে নিষিদ্ধ কাজসমূহ, মক্কার ঐতিহাসিক মসজিদ ও পাহাড়সমূহের বর্ণনা এবং হজ্জ ও হজ্জের প্রায় শ'খানেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে।

২০. **মদীনা শরীফের ইতিকথা :** বইটিতে মদীনার ইতিহাস, মসজিদে নবওয়ীর বর্ণনা ও ফযীলত, নবী (সা) এবং দু'সাথীর কবর, মদীনার ঐতিহাসিক মসজিদ ঘর-কূপ ও পাহাড়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। হাজীদের জন্য বই দুটো অপরিহার্য সাথী।

২১. **আল আকসা মসজিদের ইতিকথা :** এ বইয়ে মসজিদে আকসা, গম্বুজে সাখরা মে'রাজ এবং মসজিদটি ধ্বংসের ব্যাপারে ইহুদীদের চক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**প্রফেসর্স পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত–**

২২. জামাতে নামযের গুরুত্ব।

২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে ধুমপান ও গান-বাজনা।

www.pathagar.com

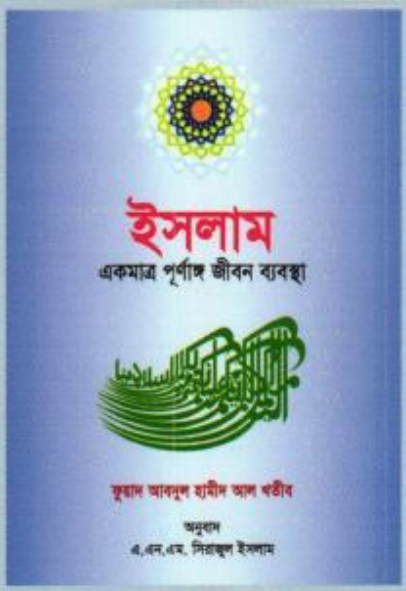


আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com